এটি সবযমকের দৃষ্টান্ত।

শ্লেষ : শব্দালংকারের অন্তর্গত তৃতীয় অলংকার শ্লেষ। এখানেও ধ্বনির প্রাধান্য। তবে যমকের থেকে একটু ভিন্ন। একটি মাত্র শব্দ যখন বাক্যে একবার ব্যবহৃত হয় কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তখন তা শ্লেষ অলংকার। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন – 'নানা জনে লহে তার নানা অর্থ টানি'। পাঠক

Scanned with CamScanner

একটি শব্দের বহু অর্থ খুঁজে বের করেন। এমনকি কবিও দ্বিবিধ অর্থে শব্দ ব্যবহার করেন, তখন তা হয় শ্লেষ অলংকার। যথা –

ক. 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ'।

এখানে 'পূরবী' ও 'রবি' শব্দটি একবার করেই ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু দ্বিবিধ অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। 'পূরবী'অর্থ গোধূলির রাগ, আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কাব্যের নাম 'পূরবী'। 'রবি' শব্দেরও দুটি অর্থ সূর্য, আবার কবি রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ এখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করলে বাক্যের অর্থও পাল্টে যায়। প্রথম অর্থ – অস্তগত দিনের অবসানে সূর্যের বাণী পূরবীর রাগে বেজে উঠেছে। দ্বিতীয় অর্থ – রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'পূরবী' কাব্য রচনা করেন। এখানে একটি শব্দ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই এটি শ্লেষ অলংকার।

খ. কে বলে ঈশ্বরগুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।

যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।।

এখানে 'ঈশ্বর' 'গুপ্ত' ও 'প্রভাকর' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ আমরা পাব। 'ঈশ্বরগুপ্ত' অর্থে আমরা কবি ঈশ্বরগুপ্তকে বুঝি, আর শুধু 'ঈশ্বর' বললে ভগবানকে বুঝি। 'গুপ্ত' অর্থে অকেজো' আবার 'গুপ্ত' অর্থে লুকনো। আবার 'প্রভাকর' অর্থে ঈশ্বরগুপ্ত সম্পাদিত পত্রিকা সংবাদ প্রভাকর, আবার 'প্রভাকর' অর্থে সূর্য। অর্থাৎ এখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করলে বাক্যের অর্থও পাল্টে যায়। প্রথম অর্থ – ঈশ্বরগুপ্তের প্রতিভাবলে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা সর্বজন পরিচিতি লাভ করেছে। দ্বিতীয় অর্থ – গভবান লুকনো থাকেন না, তিনি সর্বব্রহ্মময় বিরাজ করেন। এখানে শব্দগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আমরা পেলাম, তাই এটি শ্লেষ অলংকার।

যমক ও শ্লেষ অলংকারের প্রার্থক্য

যমক	শ্লেষ
একই শব্দ বা একই উচ্চার্য শব্দ থাকে	এখানে একটি মাত্র শব্দ থাকে
শব্দটি দুইবার ব্যবহৃত হয়	শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়
এখানে শব্দ ভাঙার কোন প্রয়োজন নেই	এখানে অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ভাঙতে হয়
যমক অলংকার চার প্রকার – আদ্য, মধ্য, অন্ত্য, সর্বযমক।	শ্লেষ অলংকার দুইপ্রকার – অভঙ্গ শ্লেষ, সভঙ্গ শ্লেষ।

শ্লেষ অলংকারের শ্রেণিবিভাগ

শ্লেষ অলংকার দুটিভাগে বিভক্ত। যথা – অভঙ্গ শ্লেষ ও সভঙ্গ শ্লেষ।

Scanned with CamScanner

অভঙ্গ শ্লেষ : অর্থাৎ না ভেঙে যে শ্লেষ অলংকার। অর্থাৎ যে শব্দটিতে শ্লেষ অলংকার হয় সেই শব্দটিকে না ভেঙে যদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া যায় তা অভঙ্গ শ্লেষ অলংকার। এক অর্থে শ্লেষ অলংকার মানে অভঙ্গ শ্লেষ অলংকার। যথা -

ক. 'বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ'।

এখানে শব্দটিকে ভাঙার প্রয়োজন হয়নি। না ভেঙেই পৃথক পৃথক অর্থ পাওয়া যাবে। 'পূরবী' ও 'রবি' শব্দটি একবার করেই ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু দ্বিবিধ অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে। 'পূরবী' অর্থ গোধূলির রাগ, আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি কাব্যের নাম 'পূরবী'। 'রবি' শব্দেরও দুটি অর্থ সূর্য, আবার কবি রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ এখানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করলে বাক্যের অর্থও পাল্টে যায়। প্রথম অর্থ – অস্তগত দিনের অবসানে সূর্যের বাণী পূরবীর রাগে বেজে উঠেছে। দ্বিতীয় অর্থ – রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'পূরবী' কাব্য রচনা করেন। এখানে একটি শব্দ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তাই এটি শ্লেষ অলংকার। আর যেহেতু শব্দটিকে না ভেঙেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া গেছে তাই এটি অভঙ্গ শ্লেষ অলংকার।

খ. আনিয়াছে তোমার স্বামী বাঁধি নিজগুণে।

এখানে শব্দকে ভাঙার প্রয়োজন হয়নি। না ভেঙেই পৃথক পৃথক অর্থ পাওয়া যাবে। এখানে 'গুণে' শব্দটির দুটি অর্থ পাওয়া যাবে। প্রথম অর্থ ধনুকের ছিলায়, দ্বিতীয় অর্থ – মধুমাখা চারিত্রিক গুণ। অর্থাৎ চরণটির দুইরকম অর্থ পাওয়া যাবে। চরণটি মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'অভয়ামঙ্গল' কাব্যে দেবী চণ্ডীর উক্তি। চণ্ডী এ উক্তি করেছে ফুল্লরাকে। প্রথম অর্থ – তোমার স্বামী (কালকেতু) আমাকে ধনুকের ছিলায় বেঁধে এনেছে। দ্বিতীয় অর্থ – তোমার স্বামী (কালকেতু) নিজগুণে বা নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আমাকে বেঁধে এনেছে। এখানে শব্দটিকে না ভেঙেই ভিন্ন ভিন্ন অর্থ পাওয়া গেল, তাই এটি অভঙ্গ শ্লেষ অলংকার।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

ক. মধুহীন কর নাগো তব মন কোকনাদে।

মধুহীন = মনরূপ পদ্ম, মধুহীন = মধুসূদন

খ. বুদ্ধের মতন যাঁর আনন্দ সে নিত্য সহচর।

আনন্দ= সন্তোষ, আনন্দ = বুদ্ধের সঙ্গী ব্যক্তি বিশেষ।

গ. মাথার উপর জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।

রবি = সূর্য, রবি = রবীন্দ্রনাথ।

ঘ. পূজাশেষে কুমারী বলল, ঠাকুর

Scanned with CamScanner

আমাকে একটি মনের মত বর দাও।

ঠাকুর = আশীর্বাদ, ঠাকুর = স্বামী।

ঙ. বামুন, বদল বান / দক্ষিণা পেলেই যান

দক্ষিণা = ব্রাহ্মণের প্রণামি, দক্ষিণা = দক্ষিণ বাতাস।

চ. দেবতা আজি জীবন-ধারা বরিষে মরুক্ষেত্রে।

জীবন ধারা =জলের ধারা, জীবন ধারা = প্রাণের ধারা।

ছ. কে আনিল তুলি

রাঘব মানস –পদ্ম এ রাক্ষস দেশে ?

মানস = মন, মানস = সরোবর।

জ. অতি বড় বৃদ্ধপতি সিদ্ধিতে নিপুণ।

কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।।

শব্দ	প্রথম অর্থ	দ্বিতীয় অর্থ
অতিবড় বৃদ্ধ	অত্যন্ত বুড়ো	জ্ঞানে সকলের চেয়ে বড় অর্থাৎ পণ্ডিত
সিদ্ধি	নেশা	সাধনার সফল হওয়া
গুণ নাই	গুণহীন	গুণাতীত, সর্বাধিক গুণ
কপালে আগুন	পোড়া কপাল	মহাদেবের লালটে আগুন থাকে, যা দিয়ে মদনকে ভস্ম করেছিলেন।

ঝ. কু কথায় পঞ্চ মুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।

কেবল আমার সাথে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।।

শব্দ	প্রথম অর্থ	দ্বিতীয় অর্থ
কু	খারাপ / মন্দ	পৃথিবী
পঞ্চ মুখ	বাচাল / বেশি কথা বলা	পাঁচ মুখ যার / শিব
কণ্ঠ ভরা বিষ	কণ্ঠ দিয়ে যেন বিষ নির্গত হয় / বিষ ভরা কথা	কণ্ঠে যিনি বিষ ধারণ করেছেন / নীলকণ্ঠ

Scanned with CamScanner

দ্বন্দ্ব	ঝগড়া	মিল / মিলন

সভঙ্গ শ্লেষ : শব্দটিকে ভেঙে শ্লেষ অলংকার। অর্থাৎ যে শব্দটিতে শ্লেষ অলংকার হয় তাঁকে না ভেঙে যদি একটি অর্থ পাওয়া যায় এবং ভেঙে ভিন্ন একটি অর্থ পাওয়া যায় , তবে তাঁকে সভঙ্গ শ্লেষ অলংকার বলে। যথা –

ক. অপরূপ রূপ কেশবে

দেখরে তারা এমন ধারা কালা রূপ কি আছে ভবে ?

এখানে শব্দটিকে ভেঙে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ আমরা পেয়েছি। 'কেশবে' শব্দটি না ভেঙে আমরা অর্থ পাচ্ছি। কেশব = কৃষ্ণের অপরূপ রূপ। কিন্তু শব্দটিকে ভাঙলে ভিন্ন অর্থ আমরা পাব। কে শবে' = শবের ওপর কে দণ্ডয়মান। অর্থাৎ কালী। 'কেশবে' শব্দটিকে ভেঙে একটি অর্থ, না ভেঙে ভিন্ন অর্থ পেলাম , তাই এটি সভঙ্গ শ্লেষ অলংকার।

খ. এলো না মাধব।

রাধা বাক্যবন্ধটি বলেছে। কিন্তু হঠাৎই মাতার আগমন ঘটেছে। ফলে শব্দের অর্থ বদলে গেছে। মাধব = কৃষ্ণ। কিন্তু শব্দটিকে ভাঙলে ভিন্ন অর্থ দাঁড়ায়। ' এলো না মা –ধব' = মা স্বামী তো এলো না। শব্দটিকে না ভেঙে একটি অর্থ, না ভেঙে ভিন্ন অর্থ তাই এটি সভঙ্গ শ্লেষ অলংকার।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

ক. সীতার আর এক নাম জানকী।

জানকী = জনক রাজার কন্যা। জান –কী = প্রশ্ন করা।

খ. কাশীতল বাহিনী গঙ্গা।

কাশীতল = কাশীর পাশ দিয়ে। কা –শীতল = ঠাণ্ডা অর্থে।

গ. পৃথিবীটা কার বশ ?

পৃথিবীটা = এমন ধরলে প্রশ্ন হয় কিন্তু 'পৃথিবী টা' ধরা হয় তবে হয় 'পৃথিবী টাকার বশ'।

ঘ. অর্ধেক বয়স রাজা এক পাটরাণী।

পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুবজানি।

যুবজানি =যুবতী পত্নী যার, যুব জানি = সকলকেই যুবক বলে জানি।

Scanned with CamScanner

ঙ. পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত।

কুলীন = সৎ বংশ জাত, কু-লীন = পৃথিবীতে মগ্ন।

বক্রোক্তি : শব্দালংকারের শেষ অলংকার বক্রোক্তি। বক্রোক্তি মানে বাঁকা কথা। অর্থাৎ কোনো কথা সহজ ভাবে না বলে একটু ঘুরিয়ে বলা, বাঁকা ভাবে বলা। কণ্ঠস্বরের ঈষৎ বিকৃতির জন্য বা ইচ্ছাকৃত কোনো কথা সহজ ভাবে না বলে বাঁকা ভাবে বললে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে পৃথক অর্থ দাঁড়ায় তাঁকে বলে বক্রোক্তি অলংকার। যথা –

ক. 'মশাই বুঝি পানাসক্ত !

আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে জর্দা থাকা চাই।'

প্রশ্নকর্তা বলেছিল মহাশয় মদ্যপানে আসক্ত কিনা। কিন্তু উত্তরদাতা কৌশলে জানিয়েছেন তিনি 'তাম্বুলাসক্ত', অর্থাৎ পানে জর্দা থাকে চাই। বক্তা যে অর্থে প্রশ্ন করলেন উত্তরদাতা তা অন্য অর্থে তা গ্রহণ করে উত্তর পাল্টে দিলেন, এটি বক্রোক্তি অলংকার।

খ. মাছের মায়ের কি পোয়ের দুখ ?

এখানে প্রশ্নকর্তা প্রশ্নটিকে ঘুড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা জানি মাছের মাতার সন্তানের জন্য কোনো দুঃখ হয়না। কেননা মাছ এক সঙ্গে বহু ডিম দেয়, বহু মৃতও হয়, এটাই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু বক্তা প্রশ্নটি এমন সহজ করে বললেন না, একটু ভিন্ন ভাবে বললেন। যা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝে গেলাম মাছের মাতার সন্তানের জন্য দুঃখ হয়না। এই বলার ভঙ্গিমার ওপরেই বক্রোক্তি অলংকারের মহিমা দাঁড়িয়ে থাকে।

বক্রোক্তি অলংকারের শ্রেণিবিভাগ

বক্রোক্তি অলংকারকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা – কাকুবক্রোক্তি ও শ্লেষ বক্রোক্তি।

কাকুবক্রোক্তি : কাকু অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের ভঙ্গি। 'সাহিত্যদর্পণ'কার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর মতে-

'অন্যস্যানর্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েৎ যদি।

অন্যঃ শ্লেষণ কাক্বা বা সা বক্রোক্তিঃ।।"

এ অলংকারে বক্তার কণ্ঠস্বরভঙ্গিই প্রধান। বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্য হ্যাঁ বাচক কথার অর্থ যদি না বাচক হয় আবার না বাচক কথার অর্থ হ্যাঁ বাচক দাঁড়ায় তবে তাঁকে বলে কাকুবক্রোক্তি। সংস্কৃত ভাষায় বাংলার মত এত বেশি ছেদ চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। ফলে কাকুবক্রোক্তির ব্যবহার অনেক বেশি ছিল। তবে বাংলায় এর ব্যবহার বেশ কম। যথা –

Scanned with CamScanner

ক. কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?

বক্তার কণ্ঠস্বরের বলবার বিশেষ ভঙ্গির মধ্যেই এ বাক্যের তাৎপর্য দাঁড়িয়ে আছে। বক্তাই যেন উত্তরটি বলে দিচ্ছেন। 'কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ?' – এখান থেকেই আমরা উত্তর পেয়ে যাচ্ছি – 'পদ্মের পর্ণ কেউ ছেঁড়ে না'। বক্তার কণ্ঠস্বরের বিশেষ ভঙ্গির জন্য এই কার্য সাধন হয়েছে, তাই এটি কাকুবক্রোক্তি।

খ. 'আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে ?'

এই উক্তিটির বক্তা 'মেঘনাদবধ কাব্য' এ রাবণ পুত্রবধূ প্রমিলা। তাঁর এই প্রশ্নের মধ্যেই অভিপ্রেত উত্তর লুকিয়ে আছে। তিনি পরিস্কার বলে দিয়েছেন তিনি ভিখারী রামকে দেখে ভয় পান না। তাঁর এই অভিপ্রায় প্রাধান্য পেয়েছে বিশেষ বচন ভঙ্গির জন্যই। তাই এটি কাকুবক্রোক্তি।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

ক. মাতা আমি নহি ? গর্ভভার জর্জরিতা

জাগ্রত হৃদপিণ্ডতলে বহি নাই তারে ?

খ. বক্ষে যে জন মরে,

নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে ?

গ. স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে

কে বাঁচিতে চায় ?

ঘ. তবু বারুদের গন্ধ এখানের

বাতাসে কি নাই ?

ঙ. কাজ কি দ্বিধার বিষণ্ণতায়

বন্দী রেখে ঘৃণার অগ্নিগিরি ?

চ. কি কহিলি বাসন্তি ? পর্বতগৃহ ছাড়ি

বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে

কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?

ছ. গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে সুন্দরী ?

জ. ফুটে কি কমল কভু সমল সলিলে ?

Scanned with CamScanner

ঋ.আহা ঐ ঘাটে

এলানো খোঁপায় সনকার মুখ আমি দেখি না কি ?

ঞ. অমর কে কোথা কবে ?

শ্লেষবক্রোক্তি : শ্লেষ বক্রোক্তিতে একটি মজা বা কৌতুক সর্বদাই লক্ষিত হয়। এখানে দুজনের প্রয়োজন – বক্তা ও শ্রোতা বা প্রশ্নকর্তা ও উত্তরদাতা। বক্তা যদি এক অর্থে একটি কথা বলে কিন্তু শ্রোতা যদি সেটি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে তখন তা শ্লেষবক্রোক্তি হয়। এখানে বক্তা যা বলতে চান শ্রোতা তা গ্রহণ করেন না, শ্রোতা নিজের উচ্ছা বা স্বভাববশত একটি উত্তর দিয়ে দেন। যথা –

ক. দ্বিজ হয়ে কেন কর বারুণী সেবন ?

রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।

এখানে প্রশ্নকর্ত বলেছেন – ব্রাহ্মণ হয়ে তুমি কেন মদ পান করছেন ? কিন্তু শ্রোতা এই প্রশ্ন গ্রহণ না করে চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন – সূর্যের ভয়েতে চাঁদ পালিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আকাশে সূর্যের আগমনে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। বক্তা ও শ্রোতার এই ভিন্নধর্মী সংলাপে তা হয়ে ওঠে শ্লেষবক্রোক্তি।

খ.'মশাই জল পাই কোথায় বলতে পারেন ?

কোথাও পাবেন না, এখন জলপাইয়ের সময়ই নয়।'

এখানে প্রশ্নকর্তা জলের খোঁজ করছিলেন। কিন্তু উত্তরদাতা জলের খোঁজ না দিয়ে সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে জলপাই এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। প্রশ্নকর্তার বক্তব্য উত্তরদাতার কৌশলে পাল্টে গেল, তাই এটি শ্লেষবক্রোক্তি।

আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক –

ক. 'মশায় বুঝি পানাসক্ত !

আজ্ঞে হাঁ, তবে সঙ্গে জর্দা থাকা চাই।'

খ.'বিপ্র হয়ে সুরাসক্ত কেন মহাশয় ?

সুরে না সেবিলে বল কেবা মুক্ত হয় !'

গ. দোলে যেথা নব ফুল অনিলে

বাসি ফুলে সথা মধু কি মিলে ?

Scanned with CamScanner

ঘ. রাজা – কিন্তু অর্থ হল কৈ ? ও তো শূন্যময়।

কবি – রাজা নিজে উপস্থিত থাকতে অর্থের অভাব কোথায় ?

ঙ. রাজা –তোমাদের অক্ষরের ছাঁদটা সুন্দর, কিন্তু বোঝা শক্ত। একি চিনা অক্ষরে লেখা নাকি ?

নটরাজ – বলতে পারেন অচিনা অক্ষরে।

চ. ছাত্রকে শিক্ষকের প্রশ্ন – পড়ছো তো ?

ছাত্রের উত্তর – পড়বো কেন ? পা টিপে টিপে চলি।

পুনরুক্তবদাভাস : পুনরুক্ত শব্দের অর্থ পুনরায় বা আবার। অর্থাৎ একটি শব্দের পুনারয় ব্যবহার। এমনকি সেই শব্দটি সমার্থক যুক্ত শব্দ। অর্থাৎ এখানে কবি দুটি সমার্থক যুক্ত শব্দ ব্যবহার কেন। যদি পরপর দুটি সমর্থক শব্দ ব্যবহারের দ্বারা তা পুনরক্তি কখন বলে আপাত অর্থে মনে হয় কিন্তু তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যদি পুনরক্তি কখন দ্বারা কবি গভীরতর অর্থে পৌঁছে যেতে চেয়েছেন, তবে তাঁকে বলে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার। ইংরেজিতে 'Tautology' বা 'Pleonasm' অলংকারের সঙ্গে এ অলংকারের সামান্য সাদৃশ্য চোখে পড়ে। যথা –

ক. যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।

এখানে মৃত্যুঞ্জয় ও উমাপতি দুটি সমার্থক শব্দ। দুটি শব্দেই শিবকে বোঝায়। কিন্তু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যাবে উমাপতি শিবকে কবি 'মৃত্যুঞ্জয়' উপাধি যুক্ত করে তাঁর অমরত্বের ইঙ্গিত যেন পাঠককে দিয়ে গেছেন। ফলে এটি হয়ে গেছে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার।

খ. 'ফুলসখে

শিলীমুখ, আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি

এ পোড়া অধর পুনঃ।'

এখানে 'ফুলসখে' ও 'শিলীমুখ' শব্দের অর্থ একই – ভ্রমর। কিন্তু কবি দুটি শব্দকে সামনে রেখে গভীরতর ব্যঞ্জনায় গিয়েছেন। ফুলসখা শব্দের দ্বারা তার অধরের সঙ্গে একটি গভীর সংযোগ সাধন, আবার সে অধর পোড়া। ফলে দুটি সমর্থক শব্দ থাকলেও তা গভীরতর অর্থ বহন করে, তখন তা হয়ে ওঠে পুনরুক্তবদাভাস অলংকার।

তৃতীয় অধ্যায়

Scanned with CamScanner